দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বৃক্ষের শির, না শিকড়?

ধরা যাক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি বৃক্ষ হিসাবে। এই শিক্ষা বৃক্ষের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। এর নানা অঙ্গে নানা বিপাক। নানা স্থানে তার নানা বিস্ফোরণ। কিন্তু তার শিরের বিপাক নিয়ে আমরা যতটা অস্থির তার শেকড়ের অসুখ যেন আমাদের চোখের বাইরে। কারণ, শির চোখে পড়ে সহজে, শেকড় পড়ে না। কিন্তু শেকড় বাদে শিরের অস্তিত্ব কি কল্পনীয়? শেকড়ের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি বাদে কি শিরের সুস্থতা সম্ভব? প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষাবৃক্ষের শেকড়। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার যে সংকট সে সংকটই যে দেশের উচ্চ শিক্ষার অন্তঃসার শূন্যতার মূলে—একথা আমাদের নিত্য মুহূর্তের ক্রিয়া কর্মে, শাসন-প্রশাসনে স্মরণ রাখতে হবে। শেকড়ের যথার্থ সন্ধান ব্যতীত তার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের যা কিছু উদ্বেগ এবং বাগবিস্তার তা আসলেই শেকড়বিহীন। কিন্তু সমস্ত বৃক্ষ যখন ভেঙ্গে পড়বে তখন শেকড়ের সংকটের কারণেই তা পড়বে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারও নিশ্চয়ই অনবহিত নন। অন্ততঃ তাই আমরা আন্দাজ করতে পারি সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতার বিবরণীতে। চাঁদপুরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে তিনি বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে সরকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। একই সভায় তিনি এও বলেছেন, "জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে তুলনায় দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে।" তাঁর বক্তব্যের খানিকটা বিস্তারিত বিবরণে দেখা যায় তিনি বলেছেন, "দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিশুদের মাঝে অশিক্ষার হার দিন দিন বাড়ছে। কারণ, দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হারে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।"

কেবল যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তাই নয়। প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর বিপুল সংখ্যক, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, কার্যতঃ অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী বন্যা যেমন গ্রামের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে, তেমনি সে আঘাতে আমাদের গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা: তার ঘরবাড়ী, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে সরকারী পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সরকারী উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে নতুন স্কুল তৈরী করা স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়ে আসছে। এই লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা অর্জনের পরেই শেখ সাহেবের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারী করা হয়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সরকারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক স্কুলের সরকারীকরণ প্রকল্প বাস্তবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী যখন বিস্তারিত ব্যাখ্যা ব্যতীত বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে, তখন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সঠিক পরিস্থিতির আমরা যেন হদিস করতে পারিনে।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল লক্ষ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌল লক্ষ্যকে কঠিন বলে এবং আর্থিক অনটনের কথা বলে আমাদের সরকার যতই পশ্চাতে ঠেলে দিবেন ততই অনিবার্যভাবে শিক্ষা বৃক্ষের মূল দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে এবং তখন এই বৃক্ষের উচ্চ শির আমূলই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় সমগ্র জাতি আজ উদ্বিগ্ন।